Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৩ মে, ২০২২

৪৫ বর্ষ ১৮ সংখ্যা ২ মে, ২০২২, সোমবার, ১৮ বৈশাখ, ১৪২৯

অশোক ব্যানার্জী স্মারক বক্তৃতা

কার্ল মার্কস-এর ২০৫তম জন্মদিন (৫ মে) উপলক্ষ্যে আলোচনাসভা। বিষয় : 'মার্কসবাদ ও পরিচিতি সত্তার রাজনীতি'। আলোচক—অধ্যাপক অপূর্ব মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। ৮ মে বিকাল সাড়ে ৪টায় তিনকোনিয়াস্থিত বর্ধমান লায়ন্স ক্লাব সভাকক্ষ-২। সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

নতুন চিঠির আবেদন

সকলের সহযোগিতায় 'নতুন চিঠি' পত্রিকার সাপ্তাহিক ও শারদ সংখ্যা প্রকাশনার কাজ নিয়মিত হয়ে চলেছে। আর্থিক অনটন ছিলই এবং থাকবে। তবু প্রকাশনার কাজ চালিয়ে যেতে সংশ্লিষ্ট সকলেই বদ্ধপরিকর। অসংখ্য শুভানুধ্যায়ীর সাগ্রহ পৃষ্ঠপোষকতায় গত আর্থিক বছরে প্রায় এক লক্ষ আশি হাজার টাকা অনুদান সংগ্রহ করা গিয়েছিল। এর সাথে শারদ সংখ্যা বিক্রি ও বিজ্ঞাপন বাবদ সংগৃহীত অর্থে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের শেষদিন অর্থাৎ ৩১ মার্চ পর্যন্ত কোনো ধার বাকি ছাড়াই পত্রিকা প্রকাশ ও কর্মীদের সামান্য বেতন প্রদান করা গেছে। কিন্তু তহবিল নিঃশেষিত হয়েছে। তাই ২০২২-২০২৩ অর্থবৎসরের জন্য অনুদান সংগ্রহের লক্ষ্যে সকলের কাছে আবেদন জানানো হচ্ছে ও পত্রিকার প্রকাশ অব্যাহত রাখার জন্য সহযোগিতা প্রার্থনা করা হচ্ছে।

অনুদানের কোনো নিম্নসীমা রাখা হয়নি। প্রত্যেকে স্বেচ্ছায় এবং নিজ পারিবারিক ব্যয়ভার সামলে যেটা দিতে পারবেন তা দিলেই পত্রিকার লক্ষ্যপূরণ হবে আশা করা যায়। অনুদান পত্রিকা অফিসে বা নিম্নে প্রদত্ত এসবিআই একাউন্টে জমা করা যাবে। কারুর অসুবিধা থাকলে ও ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করলে বাড়ি গিয়ে নিয়ে আসাও যাবে। যিনি ফান্ড ট্রান্সফার করবেন তিনি ট্রান্সফারের ছবি দিতে পারেন দিনেশ ঝা বা সুকৃতি ঘোষালকে হোয়াটস্ অ্যাপ-এর মাধ্যমেও জানাতে পারেন।

সংগৃহীত সমস্ত অনুদানের তালিকা প্রস্তুত করা হবে। আর্থিক স্বচ্ছতার জন্য অবশ্যই হিসাব খাতায় নাম রাখতে বাধ্য হবে 'নতুন চিঠি'। বিগত বছরের মতো এবারও সকলে পত্রিকার পাশে দাঁড়াবেন ও সহযোগিতা করবেন এই আবেদন করা হচ্ছে। আমাদের অ্যাকাউন্টস ডিটেল্স— Bank : State Bank of India, Burdwan University Branch. Title of Account : Natun Chithi. A/c No. : 10212634603 IFS Code : SBIN0002033

গলসীতে মতাদর্শ প্রচারপক্ষ পালিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১ মে : লেনিনের জন্মদিন থেকে মার্কসের জন্মদিন, সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির আহ্বানে সাড়া দিয়ে গলসী-১ ও ২ নং এরিয়া কমিটির বিভিন্ন গ্রামে পথসভা, নারী শহিদ দিবস ও মে দিবস পালনের মাধ্যমে মতাদর্শের প্রচারপক্ষ পালন করছে।

সামড়া-জামার মোড়, আদরাহাটী ও খানাজংশন স্টেশনের পথসভাগুলিতে এরিয়া কমিটির সম্পাদক কাজী জাফর আলি সহ কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন জয়ন্ত চ্যাটার্জী, বিশ্বনাথ দাস ও রামপ্রণয় গাঙ্গুলী। আদড়াহাটি বাসষ্ট্যাণ্ডে বক্তব্য রাখেন মুস্তাক হোসেন, বিশ্বনাথ দাস ও শিশির কেশ। খানাজংশন স্টেশনে দেড়মাস স্কুল বন্ধের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ।

নারী শহিদ দিবসে পারাজ ও উড়াতে নারী ধর্ষণ, খুন ও দ্রব্যমূল্যের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন জয়শ্রী বিষ্ণু, কাজি জেবুন্নেসা ও মণিমালা দাস। দুই এরিয়া অফিস ছাড়াও আজ মে দিবসের পতাকা উত্তোলন করে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে গণতন্ত্র হত্যাকারী, বিজেপির পোষা লুটেরাদের হাত থেকে রাজ্যকে বাঁচাবার আহ্বান জানানো হয় কুলগড়িয়া, কুরকুবা, কিশোরকোনা, মানকর, পারাজ, বাবলা, বাহিরঘন্যা ও গলসী গ্রামে।

মে দিবসে জনবাদী লেখক সংঘের সাংস্কৃতিক কর্মসূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ১ মে : আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে রাষ্ট্র উন্নয়নের শ্রমজীবী ও শ্রমিকশ্রেণির আত্মত্যাগকে সম্মান জ্ঞাপন অনুষ্ঠান করলো জনবাদী লেখক সংঘ রানিগঞ্জ শাখা। সারা ভারত কোলিয়ারী মজদুর সভার কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় কয়লাশ্রমিক ভবন প্রাঙ্গণে এদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও অয়োজন করে। এদিন বিবেক চৌধুরী, অনুপ মিত্র, তারকেশ্বর পাণ্ডে, অরুণ পাণ্ডে, বিরজু যাদব, জীতেন্দ্র উপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক রামপুকার মিশ্র। এদিন মেহনতি শ্রমিক মজদুররা সংগীত, কবিতা পরিবেশন করেন।

সাবাস সায়নী! এশিয়ার প্রথম মহিলা সাঁতারু হিসাবে মলকাই চ্যানেল জয়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৯ এপ্রিল : দীর্ঘ ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মলকাই চ্যানেল জয় করলেন কালনার সায়নী দাস। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সায়নী দাসই প্রথম সাঁতারু হিসাবে এই চ্যানেল জয়ের খেতাব পেলেন। ভারতীয় সময় অনুযায়ী ৪৪ কিমি দীর্ঘ এই চ্যানেল পার হতে তার সময় লেগেছে ১৯ ঘন্টা ১০ মিনিট। ভারতীয় সময় অনুযায়ী সে মলকাই থেকে অভিযান শুরু করেন ২৮ এপ্রিল দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে (হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সময় অনুযায়ী ২৭ এপ্রিল রাত্রি ৮টা ২০ মিনিট)। স্যান্ডি দ্বীপে অভিযান শেষ করেন ভারতীয় সময় অনুযায়ী ২৯ এপ্রিল সকাল ৯টা ২০ মিনিটে (হাওয়াই সময় অনুযায়ী ২৮ এপ্রিল বিকাল ৩টা ৩০ মিনিট)। উল্লেখ্য, আবহাওয়া প্রতিকূল থাকায় মলকাই চ্যানেলে পৌঁছে যাওয়ার এক মাস পর অভিযান শুরু করার অনুমতি মেলে সায়নী দাসের। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের ৪৪ কিমি দীর্ঘ মালাকাই চ্যানেল অভিযান শুরু করার জন্য কলকাতা থেকে গত ২৮ মার্চ রওনা দেন সায়নী।

২৯ মার্চ মা-বাবাকে নিয়ে সেখানে পৌঁছে যান। এই চ্যানেল অভিযান শুরু করার কথা ছিল ৩ এপ্রিল থেকে ১৩ এপ্রিলের মধ্যে। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর পর থেকেই আবহাওয়া প্রতিকূল হয়ে উঠায় অভিযান কোনভাবেই শুরু করা যাচ্ছিল না। গভীর উদ্বেগ ও স্নায়ু যুদ্ধের মধ্যেই সায়নী দাস নিয়মিত সেখানে প্র্যাকটিস চালিয়ে গেছেন। দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে মেলে মলকাই চ্যানেল অভিযান শুরু করার। শেষ পর্যন্ত সায়নী দাস এই চ্যানেল জয় করেন। গত দু'বছর থেকে থমকে ছিল সায়নী দাসের মলকাই চ্যানেল জয়ের স্বপ্ন। মহামারি করোনার আবহের জন্য ২০২১ মলকাই চ্যানেলে অনুমোদন পেয়েও সেখানে যেতে পারেননি। সেই বছর ছিলেন ঘরবন্দি। কালনা শহরের মেয়ে সায়নী দাস ২০১৭ সালে ইংলিশ, ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার রটনেস্ট এবং ২০১৯ সালে আমেরিকার ক্যাটালিনা চ্যানেল জয় করেন। তারপরেই হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের ৪৪ কিমি দীর্ঘ মালোকাই চ্যানেল জয় করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। এই চ্যানেলও জয় করে নিয়ে এশিয়া মহাদেশের মধ্যে মহিলা সাঁতারু হিসেবে প্রথম খেতাব অর্জন করে নিলেন।

ঐতিহাসিক মে দিবস পালিত জেলা জুড়ে

সভায় বক্তব্য রাখছেন দেবাশিস সরকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১ মে : ১৩৪ তম আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। ভারতে পালিত হচ্ছে ১২৩ তম মে দিবস। ১৮৫৬ সালে আমেরিকার হে মার্কেটে শ্রমিকরা ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি আদায় করেছিল। এর জন্য অনেক রক্তের বিনিময়ে শ্রমিকদের অনেক মূল্য চোকাতে হয়। আজ আবার শ্রমিকরা আক্রান্ত। আমাদের দেশে শ্রমিকদের শাসক স্টিম রোলার চালাচ্ছে। ৮ ঘণ্টা কাজের বদলে বেশি ঘণ্টা কাজ করানো হচ্ছে। কম বেতনে কাজ করানো হচ্ছে। উদার অর্থনীতির নামে কর্পোরেট হাউসের পোয়াবারো। ভারতের মোট জি ডি পির ২৬ শতাংশ ভোগ করছে উপরের ২ শতাংশ ধনী। মোদী সরকার জনগণকে রিলিফ না দিয়ে তাদের জন্য ১৬ লক্ষ কোটি টাকা কর ছাড় দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে শ্রমিক আমজনতা যখন জোট বাঁধছে তখনই ধর্মের নামে ভাগ করে দিচ্ছে। তাই এই উদার অর্থনীতি ও বিভেদের বিরুদ্ধে মে দিবসের আদর্শকে আঁকড়ে ধরতে হবে। আমাদের রাজ্যেও ধর্মঘট ভেঙে শ্রমিক আন্দোলনকে ভেঙে দিতে চাইছে। তাই দুই স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে মে দিবসের তাৎপর্য বুঝিয়ে বলেন বামপন্থী নেতৃত্ব।

জেলার এমন কোনো সিপিআই(এম) দপ্তর,শ্রমিক দপ্তর, কারখানা ছিল না যেখানে মে দিবসের লাল পতাকা ওরে নি। মিছিল, শ্লোগান, পথসভার মাধ্যমে দিনটি যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়। রক্ত দানের মধ্য দিয়ে দিনটিকে স্মরণ করা হয়। সিপিআই(এম) শহর-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে ৮০ বোতল রক্ত সংগৃহীত হয়। বিকেলে হয় জনসভা। বর্ধমান শহর সিআইটিইউ-এর ডাকে টাউন হলে জনসভা হয়। সভার মূল বক্তা ছিলেন সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য্য, নজরুল ইসলাম, তুষার মজুমদার, কর্মচারী আন্দোলনের পক্ষে করালী চ্যাটার্জী, ব্যাঙ্ক বিমার পক্ষে সজল রাজা প্রমুখ। সভায় সভাপতি ছিলেন তরুণ রায়। বর্ধমান সদর-১ সিপিআই(এম)-এর উদ্যোগে নবাবহাট মোড়ে জনসভা হয়। বক্তব্য রাখেন সম্পাদক মৃণাল কর্মকার,

—এরপর চারের পাতায়

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এস.এফ.আই-এর ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ এপ্রিল : ভারতের ছাত্র ফেডারেশন পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা বিভাগের ফলাফল প্রকাশ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান ও অতি দ্রুত নতুন শিক্ষাবর্ষের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করার দাবিতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে স্বারক লিপি প্রদান করা হল। ২৭ এপ্রিল এই ডেপুটেশন কর্মসূচিতে জেলা সম্পাদক অনির্বাণ রায়চৌধুরী, সভাপতি বিশ্বরূপ হজরা ছাড়াও রাজ্য কমিটির সদস্য তারক মণ্ডল, প্রবীর ভৌমিক ও জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য দেবজিত ব্যানার্জী ও প্রলয় কুণ্ডু উপস্থিত ছিলেন। এদিন ডেপুটেশন প্রদান করার পর সংগঠনের জেলা নেতৃত্ব জানান, দীর্ঘ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যর্থতার ফলস্বরূপ ২০১৯-২১ শিক্ষাবর্ষের প্রায় ৪ হাজার জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেবার পরও তাদের পরীক্ষার ফলাফল হাতে পাচ্ছে না, ফলে পরবর্তী স্তরের উচ্চশিক্ষার সঙ্গেও তারা আর যুক্ত হতে পারছে না, প্রশ্ন চিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাদের ভবিষ্যৎ। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফল প্রকাশে ত্রুটি ২০১৩ সালের পর থেকে লাগাতারভাবে ঘটেই চলেছে একই সাথে এই ফলাফল প্রকাশের বিলম্বের ঘটনার পাশাপাশি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা বিভাগের ভর্তি প্রক্রিয়া দীর্ঘ দুবছর ধরে বন্ধ করে রেখেছে কর্তৃপক্ষ। এইভাবে দূরশিক্ষা বিভাগের ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ করে এবং দূরশিক্ষা বিভাগকে বন্ধ করে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা বিভাগকে বেসরকারিকরণের দিকে এগিয়ে দিতে চাইছে কর্তৃপক্ষ। আর এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি সমস্যাতে পড়বে দূরশিক্ষা বিভাগে কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা। তাই ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে অবিলম্বে ২০১৯-২১ শিক্ষাবর্ষের দূরশিক্ষা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের অতিদ্রুত ফলাফল প্রকাশের পাশাপাশি ভর্তি প্রক্রিয়া অতি দ্রুত নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে শুরু করার দাবি জানানো হয়েছে। দাবি না মানা হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথ বেছে নেবে এস.আই।

নতুন চিঠি

২ মে, ২০২২

মে দিবসের আহ্বান

ভারতকে হিন্দুত্বের ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা চালাচ্ছে আরএসএস-বিজেপি। ওদের এই চক্রান্তের মোকাবিলা করে দেশের গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে রক্ষা করার লড়াইয়ে ব্যাপকতম মানুষকে শামিল করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে সিপিআই(এম)। স্বাধীনতার পর থেকেই আরএসএস এবং তাদের অনুসারী দল, বর্তমান বিজেপি ভারতের গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে ধ্বংস করতে চায়। তারা একদিকে যেমন সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে। অন্যদিকে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র তৈরির লক্ষ্যেই রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। জাতীয় সম্পদকে কর্পোরেট লুটেরাদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এদের সৌজন্যে এদেশে কর্পোরেট-সাম্প্রদায়িক শক্তির অশুভ আঁতাত তৈরি হয়েছে। এদের শাসনক্ষমতায় দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে খর্ব করে রাষ্ট্র ক্রমশ এখন আরও স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে উঠছে। বিশ্ব পুঁজিবাদ এখন সঙ্কটে, এখন তাদের সামনে সবচেয়ে বড় মুক্ত বাজার আমাদের দেশ ভারত। আর এদেশের বাজার দখলে সবচেয়ে বড় বাধা বামপন্থীরা। যাদের শক্তি রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। তাই এখানে বামপন্থীদের দুর্বল করার সবচেয়ে বেশি চক্রান্ত চলছে। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের দুর্বল করে তৃণমূল এবং বিজেপির মেরুকরণ তৈরির পিছনে আন্তর্জাতিক পুঁজি অত্যন্ত সক্রিয়। গত ১১ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে চলছে তৃণমূলের সরকার। এরাজ্যে শ্রমিক কৃষকের অধিকার রক্ষা ও ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষায় সর্বতোভাবে বামপন্থীরাই লড়াই করছে। তাই এখানে বামপন্থীদের ভূমিকা আড়াল করতে প্রচারমাধ্যমের সহযোগিতায় তৃণমূল আর বিজেপির দ্বিমেরু ভূমিকা তুলে ধরা হচ্ছে। প্রচার করা হচ্ছে বামপন্থীরা শূন্য। বামপন্থীদের সংগ্রামকে এভাবে যে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না, তা ওই দুই শাসকদল ভালোই বুঝেছে। সন্ত্রাস ও লুট সত্ত্বেও এরাজ্যের পৌর নির্বাচনে বামপন্থীদের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত আছে। তৃণমূল বনাম বিজেপির দ্বিমেরু বিজ্ঞাপনী প্রচারে বামপন্থীদের অপ্রাসঙ্গিক বলে অপপ্রচার যে ভিত্তিহীন সেকথাও প্রমাণিত হয়েছে। তাই জনবিচ্ছিন্নতার সমস্যা কাটিয়ে বঞ্চিত যে শ্রেণি ও জনগণ পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা দেশে রয়েছে; তাদের সাথে নিবিড় সংযোগ গড়ে, তাঁদের অধিকার রক্ষার সংগ্রাম তীব্র করে তুলতে হবে। বর্তমানের প্রেক্ষিতে মে দিবসের আহ্বান এটাই।

মে দিবস : ইতিহাসের আড়ালে অঙ্গীকার

অশোক অধিকারী

পয়লা মে। মে দিবস। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি ও প্রত্যয়ী একটি দিবস। বিশ্ববাসী সবে মহামারির বীভৎসা কাটিয়ে উঠলেও আবার তার ভ্রূকুটি ভরা চোখ কটকট করে তকাচ্ছে আমাদের অসতর্কতার দিকে! কিন্তু থেমে নেই মে দিবসের অঙ্গীকার গ্রহণের লগন। ঘটনাটা বেশ পুরানো—১১ই নভেম্বর ১৮৮৭। মে ডে আন্দোলনের শীর্ষ নেতা অগাস্ট স্পাইজ ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, ''এমন সময় আসবে যখন কবরের অভ্যন্তরে শায়িত আমাদের নীরবতা জ্বালাময়ী বক্তৃতার চেয়েও বাঙ্ময় হবে, শ্রমিক শ্রেণির বিজয়লাভের শেষ সংগ্রাম পর্যন্ত সমস্ত লড়াইয়ে প্রেরণা যোগাবে এবং শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।'' বর্তমানের যাবতীয় পরিবর্তনের অভিমুখে সাম্রাজ্যবাদকে পরাহত করার ও মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেবার যে লড়াইয়ে মানুষ জিতেছে তার পিছনে প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে স্পাইজ-এর প্রত্যয়ী কথা। ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে সূচনা হয়েছিল মে দিবসের। ৮ ঘন্টা শ্রমের দাবিতে ৫ লক্ষ মানুষের জমায়েতে উঠেছিল শ্লোগান, 'আমাদের কাজের সময় ৮ ঘন্টা করতে হবে'। গলা মিলিয়ে হুংকার উঠেছিল শ্রমিকের অধিকারের শপথে। এর আগে একদিকে মজুরি সংকোচন করে তীব্র শোষণ, সেই সঙ্গে কাজের সময় হিসাবে কোথাও ১২ ঘন্টা কোথাও বা ১৬ ঘন্টার অমানুষিক হাড়ভাঙা খাটুনির পর ক্লান্ত শরীরে শ্রমিক তার নিকটজনের কাছে জড়পিণ্ড হয়ে ফিরত। শনিবার কাজের দিন হওয়া সত্ত্বেও সেদিন এ লড়াইয়ের ডাক দিয়েছিল 'আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার'। একটি মাত্র শ্লোগান ' ৮ ঘণ্টার কাজ'। আজ কাজ বন্ধ। কারখানার তালা খুলবে না। চাক্কা জ্যাম। কাতারে কাতারে শ্রমিক মহল্লা থেকে পরিবার পরিজন সহ সমব্যথীদের সঙ্গে নিয়ে পথ হেঁটেছিল মিছিলে। সেদিন যেন মিছিলের বসন্তে উড়েছিল লাল আবীর। রাস্তার ধারের গাছে গাছে ফুটেছিল রক্ত পলাশের অঙ্গীকার। শিকাগো শহর সেদিন সেজে উঠেছিল শ্লোগান আর মিছিলে। ঐতিহাসিক লেক ফ্রন্টে গিয়ে মিছিল শেষ হলে নেতারা বক্তৃতা শুরু করলেন। কখনো শ্রমিক নেতা পারসনস্ আবার কখনো অগাস্ট স্পাইজ বক্তৃতা করলেন শ্রমিকের অধিকারের সনদের পক্ষে। এছাড়া জার্মান, পোলিশ, ইংরেজি ইত্যাদি ভাষায় শ্রমিক নেতারা বক্তৃতা করলেন। বুর্জোয়া কাগজপত্রগুলি চুপ করে রইল না। স্বভাব-শত্রুতায় মালিকের পক্ষ নিয়ে পরদিন দৈনিক কাগজগুলিতে এই শ্রমিক সমাবেশ ও বক্তাদের ভাষণকে কটাক্ষ করে কলাম লেখা হল। বল হল, ''শ্রমিক সাধারণের উচিত এই মিছিল মিটিং ত্যাগ করে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে ফিরে গিয়ে উৎপাদনে হাত লাগিয়ে মালিকের পাশে দাঁড়ানো। অংশগ্রহণকারীদের চাকরি যাওয়ার আশংকা রয়েছে এবং মালিক সে জায়গায় অন্য লোক নিযুক্ত করতে পারে।'' এসবে ভ্রূক্ষেপ না করে দিন দিন বাড়তে থাকে মানুষের সংখ্যা। সংহতিভরা এই মিছিল ও সমাবেশে

—এরপর চারের পাতায়

লুমপেন প্রোলেতারিয়েত : এক অনন্য তত্ত্বকথা

কল্যাণকুমার সান্যাল

দুই ভিন্ন ভাষার দুটি শব্দকে জুড়ে গড়ে তোলা শব্দ 'লুমপেন প্রোলেতারিয়েত' (জার্মান ভাষার শব্দ 'লুমপেন' এবং ফরাসি ভাষার শব্দ 'প্রোলেতারিয়েত') রাজনীতির শব্দভাণ্ডারে শুধুমাত্র শব্দ হিসাবে এক অনন্য সংযোজন নয়, একটি অতি প্রযোজনীয় বিশ্লেষণী ধারণা হিসাবেও অতি মূল্যবান—সেদিন এবং আজকের পৃথিবীতেও।

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস তাঁদের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ যৌথ রচনা 'জার্মান ইডিয়োলজি' (১৮৪৬) গ্রন্থে এই ধারণাটি তুলে ধরলেন নৈরাজ্যবাদী রাজনীতির ভ্রান্তি নিরসনের আরও একটি প্রচেষ্টা হিসাবে। মার্কসবাদ গড়ে ওঠার ওই প্রাথমিক পর্বে মার্কস-এঙ্গেলসকে এক কঠিন তাত্ত্বিক লড়াই নিরলসভাবে চালাতে হয়েছিল। তারই অঙ্গ হিসাবে নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে তাত্ত্বিক সংঘাতে লিপ্ত হয়ে মার্কস বোঝাতে চেয়েছিলেন যে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার যে ঐতিহাসিক সংগ্রাম সেই সংগ্রামে লুমপেন প্রোলেতারিয়েতদের ভূমিকা শুধু নেতিবাচক নয়, ধ্বংসাত্মকও বটে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী নৈরাজ্যবাদী মার্কস স্টার্নার (১৮০৬-১৮৫৬)-কে নস্যাৎ করে মার্কস তাত্ত্বিক দৃঢ়তায় তুলে ধরলেন তাঁর নিজস্ব বিশ্লেষণ এবং দেখালেন যে ওই বর্গের মানুষেরা শুধু সমাজ বিপ্লবের সহযোগী শক্তি হতে পারেন না তাই নয়, তাঁরা আসলে সহযোগী হয়ে ওঠেন বিপ্লব-বিরোধী প্রতিবিপ্লবী শক্তির। তাই নৈরাজ্যবাদীদের প্রচারিত তত্ত্বের মোহজাল ছিন্ন করে বিপ্লবীদের সচেতন এবং সজাগ থাকতে হবে ওই অংশের মানুষদের সম্পর্কে। সেই কতর্কবার্তা সেদিন যেমন প্রাসঙ্গিক ছিল আজও তা তেমনই প্রাসঙ্গিক। শুধু 'জার্মান ইজিয়োলজি'তে নয় 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' (১৮৪৮) এবং 'ক্লাস স্ট্রাগল ইন ফ্রান্স' (১৮৫০) গ্রন্থেও ওই শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে 'লুমপেন প্রোলেতারিয়েত' বর্গকে 'বিপজ্জনক বর্গ' এবং সমাজের গাদ বা গাঁজলা (Social Scum) বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে। বুর্জোয়া বা পেটিবুর্জোয়া শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও ওই অংশের মানুষের বিপজ্জনকতার আসল কারণটা কী সেটা এবার দেখে নেওয়া যেতে পারে। 'লুমপেন' শব্দটির অর্থ হল অসাধু বা বেয়াড়াস্বভাবের সমাজের আবর্জনাতুল্য অবাঞ্ছিত লোক। দৃশ্যত তারা প্লোলেতারিয়েত বা সর্বহারা হলেও পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রকৃত সর্বহারা বা শ্রমিক শ্রেণির সঙ্গে তাদের কোনো সহাবস্থান বা বন্ধুতা নেই। বরং ওই লুমপেন-প্রোলেতারিয়েত অংশের মানুষেরা শ্রেণিবিচ্যুত পতিত এবং ডুবন্ত মানুষ যারা পেশাগতভাবে ভিক্ষুক, যৌনকর্মী, অপরাধকর্মে লিপ্ত, চুরি-ডাকাতিতে লিপ্ত, দালাল শ্রেণির মানুষ। শুধু বৈধ কর্মে জীবিকা অর্জনে লিপ্ত নয়, তাই কোনো উৎপাদনশীল কর্মে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্নও নয়। কোনো সমাজে অর্থনৈতিক মন্দা দীর্ঘসময় ধরে চলতে থাকলে যুবকদের অনেকেই এই বর্গে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। ফল হিসাবে বুলিসর্বস্ব বক্তৃতারাজ রাজনীতিক বা ফ্যাসিস্ত মনোভাবাপন্ন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সমাজব্যবস্থার ভাঙন বা দীর্ঘকালীন সঙ্কটের সময় এদের ব্যবহার করে নিপুণ দক্ষতায়। সমাজ জীবনের বিভিন্ন অংশ থেকেই ক্ষয়প্রাপ্ত এবং শ্রেণিবিচ্যুত মানুষ হিসাবে এসে বহু মানুষ যোগ দেন প্রগতিবিরোধী রাজনীতির শিবিরে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এরাই ব্যবহৃত হন নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ভেঙেচুরে দিয়ে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে দুর্বৃত্তের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে। শুধু গণতন্ত্রকে সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত করাই নয়, সমাজ এবং অর্থনীতির সংকট দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার পরিস্থিতিতে এই অংশের মানুষ সমাজ কাঠামো এবং অর্থনীতির স্বাভাবিক পদ্ধতি-প্রকরণেরও প্রভূত

ক্ষতি সাধন করে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দুর্নীতিমুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলার আকাশ-কুসুম আশা কেউ করেন না। কিন্তু সেই দুর্নীতিতে পাহাড়প্রমাণ আকার ধারণ করে এবং তা এতটাই প্রাতিষ্ঠানিকতা অর্জন করে যে জনগণ অনেকটাই উদাসীন হয়ে পড়েন দুর্নীতির প্রশ্নে। একদিকে বিধ্বস্ত গণতন্ত্র অন্য দিকে চরম সঙ্কটগ্রস্ত অর্থনীতি এবং রাজনীতি। লুমপেন প্রোলেতারিয়েত বর্গের বেড়ে ওঠার সেটাই প্রকৃষ্ট পরিবেশ। অঞ্চলে অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ গড়ে ওঠে ওই সব মানুষের। শাসনক্ষমতায় আসীন কর্তাব্যক্তিদের প্রচ্ছন্ন মদত থাকে এদের প্রতি। এই পরিস্থিতি বিপন্ন মানুষকে আরো বেশি বিপন্ন করে তোলে। মার্কস-এঙ্গেলস সে কারণই ওই গোষ্ঠীকে বিপজ্জনক প্রকৃতির মানুষ বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গড়ে তোলা ওই মার্কসবাদী বিশ্লেষণ আজও কত প্রাসঙ্গিক, বা বলা যেতে পারে, বেশি প্রাসঙ্গিক তা অনুধাবনের প্রয়োজন আছে। যথাযথ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যে সমাজব্যবস্থার গতিপথ অনুমানে কিছুটা হলেও সক্ষম হতে পারে লুমপেন প্রোলেতারিয়েত সম্পর্কিত ধারণা তার একটি বড় প্রমাণ। শুধু দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেই নয়, বহুধাবিভক্ত বিশ্বব্যবস্থার বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এই ধারণার বাস্তব প্রয়োগ সারা পৃথিবী জুড়েই করা সম্ভব। বিজ্ঞানসম্মত তথ্যসমৃদ্ধ ধারণারাজি গড়ে ওঠার প্রশ্নটিকে একারণেই গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রতিবিপ্লবী শক্তির নিত্য ব্যবহার্য এই লুমপেন প্রোলেতারিয়েত কোনো শ্রেণি নয় (শ্রেণি কাঠামোতে এদের অবস্থান একেবারে ভূমিতলে) এবং আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিক গিলবার্টের ভাষায় বলা চলে এরা হলেন 'Underclass' যারা হতাশাজনক ভাবে ক্রমশই তলিয়ে যান সমাজকাঠামোর পদতলে, হারিয়ে ফেলেন সমাজস্থ মানুষের সাধারণ আকাঙ্ক্ষা এবং প্রাপ্তি (মিরডাল)। এদের শ্রেণিচেতনা বলে কিছু থাকে না। ফলে প্রোলেতারিয়েত শ্রেণির মতো এদের বিপ্লবী সম্ভাবনা এরা বহন করে না। মার্কস ও এঙ্গেলস নৈরাজ্যবাদী তাত্ত্বিকদের এটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। শ্রমজীবী মানুষের নায্য আন্দোলন ভাঙা থেকে শুরু করে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনের যে কোনো ধ্বংসসাধনের কাজে এরা ব্যবহৃত হয়। এই বিপর্যস্ত মানুষদের দিয়ে মার্কসের মনোবেদনাও কিছু কম ছিল না। তার প্রকাশ দেখা যায় 'ক্যাপিটাল' (১৮৬৭) গ্রন্থে। মার্কসের মতে আইন প্রণয়ন করে ''সৈন্য এবং কৃষককুলকে করে ফেলা হয়েছে ভিখারি ডাকাতে, ভবঘুরে এবং তারা অংশত প্রবণতা থেকে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিস্থিতির চাপে তা হয়ে উঠেছে।'' লুমপেনপ্রোলেতারিয়েত মার্কসীয় বিশ্লেষণে তাই প্লোলেতারিয়েত হয়েও প্রোলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া বাহিনী। এসব কথা বলে মার্কস-এঙ্গেলস কখনোই শ্রমিক শ্রেণিকে প্ররোচিত করতে চাননি লুমপেন প্রোলেতারিয়েতদের বিরুদ্ধে। যেটা তাঁরা চেয়েছিলেন সমাজবিপ্লবের কঠিন কাজে সহযোগী ভেবে নিয়ে প্রকৃত বিপ্লবীরা যেন ভুল না করে বসেন তা নিশ্চিত করতে। বিশেষত নৈরাজ্যবাদী তাত্ত্বিকেরা সেই ভুল ধারণা গড়ে তুলতে সেদিন বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

কালনা ও মেমারিতে স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩০ এপ্রিল : কেন্দ্রীয় সরকার সাম্প্রদায়িক রাজনীতির খেলা খেলে কৃষক শ্রমিক বিরোধী পদক্ষেপ নিচ্ছে। পাশাপাশি তারা ব্যাংকের তহবিল সহ জাতীয় সম্পদ লুট করছে। কালনা -২ ব্লকের কাচড়াগর গ্রামে অনুষ্ঠিত প্রয়াত সময় মাণ্ডির স্মরণসভায় বলেন নেতৃবৃন্দ। প্রয়াত সময় মাণ্ডির স্মৃতিচারণা করেন সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটির সম্পাদক মোহাম্মদ শাহ, শ্রীকুমার দুবে, উদয় গোস্বামী প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন জয় মুখার্জী। সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটির সদস্য প্রয়াত সময় মাণ্ডি চাগ্রামে একজন চিকিৎসকের চেম্বারে চিকিৎসা করাতে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। সংশ্লিষ্ট ডাক্তারবাবু দেখার পর মৃত ঘোষণা করেন।

মেমারি ১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির উদ্যোগে মেমারি আমাদপুর গ্রামের শিবতলায় প্রয়াত বাদল হাজরা ও কেশব দাস-এর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভায় দুই প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন পার্টি নেতা সুকান্ত কোঙার। স্মরণসভায় আরও বক্তব্য রাখেন অভিজিৎ কোঙার। সভায় সভাপতিত্ব করেন জয়দেব ঘোষ। সভায় উপস্থিত ছিলেন সনৎ ব্যানার্জী, সঞ্জয় দেব প্রশান্ত কুমার, পীযূষ বিশ্বাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। স্মরণসভাটি অনুষ্ঠিত হয় ২৭ এপ্রিল।

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

পরিবেশ মূল্যায়নে—জৈব নির্দেশক ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা

রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার ঘটিয়ে তার জীবনধারণের মান উন্নয়নে দীর্ঘকাল ধরেই সচেষ্ট। এরই প্রয়োজনে মানুষ তার পরিকল্পনা মাফিক বাসস্থান কৃষিক্ষেত্র কলকারখানা তৈরি করে এক নিজস্ব পরিবেশ রচনা করে চলেছে। এই মনুষ্য-সৃষ্ট পরিবেশ প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে ভিন্ন। বর্তমান সময়ের পরিবেশ তাই মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সামগ্রিক রূপ।

বিগত কয়েক শত বছর ধরেই যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতি ঘটেছে, ফলতঃ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ওই সমন্বয়ে চাপ তৈরি হচ্ছে। মানুষের অবিবেচনাপ্রসূত প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও যান্ত্রিক কারণে প্রকৃতির যে ক্ষতি সাধিত হচ্ছে তার ফলে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটে চলেছে। আজ যদি আমরা পরিবেশকে সুরক্ষিত করার উদ্যোগ না গ্রহণ করি তাহলে জীবজগতের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাই পৃথিবীর প্রতিটি দেশের কাছে পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখবার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি বিষয়।

জৈব সতর্কীকরণ কর্মসূচি : মানুষের অবৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ ও অবিবেচনাপ্রসূত বিভিন্ন কার্যসূচি প্রাথমিকভাবে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টা রূপে ধরা হলেও তা প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ ধ্বংসের নামান্তর মাত্র। এর প্রতিরোধে জৈব সতর্কীকরণ কর্মসূচি এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। জৈব ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির প্রধান কাজ হল প্রাকৃতিক পরিবেশের যথাযোগ্য স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পরিপ্রেক্ষিতে 'জীববিজ্ঞান'-এর জ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটানো। পরিবেশ রক্ষার এই প্রকল্পে প্রকৃতির বাস্তুতন্ত্রে অবস্থিত বিভিন্ন জীবপ্রজাতি এক একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে কারণ একটি প্রজাতি যে প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করে তার ক্রিয়াকলাপ ওই স্থানের স্বাভাবিক অবস্থাকে নির্দিষ্ট করে। তাই যে-কোনো জীব 'তার প্রাকৃতিক আবাসস্থলের নির্দেশক'—এদের নির্দেশক প্রজাতি (indicator species) আবাসস্থলের নির্দেশক (Habitat indicator) বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এককভাবে কোনো একটি প্রজাতি সেই বাস্তুতন্ত্রের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে নির্দেশ করতে পারেনা তাই প্রয়োজন হয় একাধিক প্রজাতি নির্দেশকের—এদের সামগ্রিক 'ক্রিয়াকলাপে'র সম্মিলিত ঘটনাবলী দ্বারাই ওই পরিবেশের দূষণজনিত অবস্থাকে নির্ণয় করা সম্ভব (Population Indicator)।

জৈব নির্দেশক (Bio-indicator) বলতে আমরা বুঝি সেই সমস্ত জীবকূলকে যারা মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশীয় দূষণকে বিশ্লেষণ করে দূষণের প্রকৃতি ও প্রভাবকে নির্দেশ করতে সক্ষম। প্রধানত জলদূষণকে এই ধরনের বায়োইন্ডিকেটর দ্বারা বিশ্লেষণ করা সহজভাবে করা যায়।

প্রাকৃতিক পরিবেশে মৃত্তিকা, বায়ু, জল সর্বত্রই জীবের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। পরিবেশ যদি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে তাহলে এদের বেঁচে থাকতে কোনোও প্রকার অসুবিধা ঘটে না। কিন্তু মনুষ্যসৃষ্ট দূষণের ফলে ওই পরিবেশে যখন অবাঞ্ছিত বস্তুর প্রকোপ বৃদ্ধি ঘটে তখন পরিবেশে বসবাসকারী জীবগুলি বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং জীলবগুলি কোনো না কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জৈব ব্যবস্থাপনা (Bio Management) কর্মসূচির সাহায্যে ওই স্থানের প্রজাতি বিশ্লেষণ করে পরিবেশ সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা সম্ভব হয়।

প্রজাতির বিভিন্নতা (Species diversity), প্রজাতির অপ্রতুলতা (species scarcity), দূষণ কারকের প্রকৃতি (nature of pollutions) পপুলেশনের সহনক্ষমতা (tolerance level of population), পপুলেশনের অভিযোজিত হওয়ার ক্ষমতা (population adaptability) ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে ওই স্থানের পরিবেশের অবস্থা এবং দূষণজনিত ক্ষতির মূল্যায়ন সম্ভব।

পরিবেশ দূষণ মূল্যায়নে অনেক প্রকারের জীবকে ব্যবহার করা হয়। অতিমাত্রায় সংবেদনশীল উদ্ভিদ বা প্রাণীকে জৈব নির্দেশক হিসাবে ব্যবহারের অনেক উদাহরণ আছে। জলজ পরিবেশে বসবাসকারী প্রাণী ও উদ্ভিদের অধিবিষ (Toxins) এবং শিল্প নির্গত পরিত্যক্ত রাসায়নিক পদার্থর যখন জলজ পরিবেশে প্রবেশ ঘটে তখন ওই স্থানে বসবাসকারী জীবের বিভিন্ন বিষয়কে নির্ণায়ক রূপে বিশ্লেষণ করে দূষণের প্রকৃতি ও ক্ষতির পরিমাপ নির্ণয় সম্ভবপর হয়। সাধারণভাবে অতি সংবেদনশীল জীবকূলকে মনিটারিং-এর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

জলজ দূষণের ক্ষেত্রে নির্ধারণের জন্য প্রাথমিক উৎপাদক আনুবীক্ষণিক ও ম্যাক্রো শৈবাল প্রজাতি, মূলযুক্ত বা স্বাধীন সন্তরণশীল ম্যাক্রোফাইটস অথবা সামুদ্রিক আগাছা, বিভিন্ন প্লাঙ্কটন (Plankton) ইত্যাদিকে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও পরভোজীর (প্রাণীদের) মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রোটোজোয়া, রটিফেরা, ড্যাফনিয়া ক্রাস্টোলিয়া, ঝিনুক এবং সমগোত্রীয় প্রাণীদের পরিবেশীয় চাপ নির্ধারণে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ধরনের মাছকে শিল্পের বর্জ্যবস্তুর, কীটনাশক ও নর্দমার দূষণ নির্ধারণে বায়োইন্ডিকেটর রূপে ব্যবহার করা হয়।

বিজ্ঞানী সুবার্ট (১৯৮৪) বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের অধিবিষ পরীক্ষার জন্য শৈবালের ব্যবহারের পরীক্ষা করেন এবং এর গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করেন। দূষণ দ্বারা আবিষ্ট সম্প্রদায়ের 'দূষণ সহ্যের ক্ষমতা' পরীক্ষা দ্বারা জানা সম্ভব। সমুদ্রজলের দূষণের মাত্রা শৈবালের বৃদ্ধির সম্ভাবনা (Algal Growth Probability) মাপন পদ্ধতিতে নির্ণীত হয়। এছাড়া ঝিনুক বা চিংড়ি, কাঁকড়া জাতীয় প্রাণীদের উপস্থিতি ও অন্যান্য বিষয় বিশ্লেষণ করে সমুদ্রের দূষণ নির্ধারিত হতে পারে।

তৈলবাহী জাহাজ দ্বারা সমুদ্র কতটা দূষিত হয়েছে তা নির্ণয়ে ফিলামেন্টযুক্ত ইস্ট, অ্যাক্টিবাইসিটিন ও ব্যাকটিরিয়া ব্যবহার করা হয়।

বৃহৎ জলাশয়ে নর্দমার জল পতিত হলে সেখানে জলে দূষণ ঘটে এবং এই দূষণ জলাশয়ের জলে অবস্থিত অনুজীবীদের গুণগত পরিবর্তন ঘটায়। এই অনুজীবীদের গুণ (Microbial qualities) জলের বিশুদ্ধতা পরীক্ষার জৈব নির্দেশক হিসাবে প্রচলিত আছে। এই ধরনের অনুজীবীর উদাহরণ হল কলিফর্ম, E. Coli, Streptococci এবং Clostridias Spores ইত্যাদি। জলদূষণ সম্বন্ধীয় কয়েকটি জৈব নির্দেশক ও তাদের দ্বারা নির্ণীত দূষণ সম্পর্কে একটি সারণী—

জৈব নির্দেশক :

১) জলে E. Coli ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যার আধিক্য।
২) Utriculatia, Chara, Wolffia প্রভৃতি জলে যখন প্রচুর পরিমাণে জন্মগ্রহণ করে।
৩) জলে ডায়টমের অতিবৃদ্ধি।
৪) জলে উপস্থিত বিভিন্ন মাছ যখন জলকে ঘন ঘন আলোড়িত করে।

নির্ণীত দূষণ :

১) জল বর্জ্য পদার্থের দ্বারা দূষিত।
২) জল স্লাজ (Slug) দ্বারা দূষিত।
৩) জলে নর্দমার বর্জ্য পদার্থ দ্বারা দূষিত।
৪) জলে শিল্প পরিত্যক্ত বর্জ্যের দূষণ ঘটেছে।

জলের গুণাগুণ নির্ণয়ে প্রোটোজোয়ার ভূমিকা :

WHO কর্তৃক ১৯৭২ সালে প্রকাশিত 'Ciliated Protozoa' – Hartmut Bick গ্রন্থে প্রোটোজোয়া স্বাদু জলের গুণ নির্ণয়ে জৈব নির্ধারক গ্রহণযাগ্য বলে উল্লেখিত হয়েছে।

বিভিন্ন প্রোটোজোয়া যেমন, ফ্লাজেলাযুক্ত, বিভিন্ন অ্যামিবা, অ্যাকটিনোপোড ও সিলিয়েট প্রভৃতি প্রাণীরা সিউয়েজ শোধনাগারে বর্তমান। এদের মধ্যে সিলিয়েটেড প্রোটোজোয়া প্রচুর পরিমাণে দেখা যায় এরং কর্করভোজী তাই জল শোধনে বেশি করে অংশগ্রহণ করে। সিলিয়েট প্রোটোজোয়া প্রধানত তিনভাবে জল পরিশোধনের কাজ করে থাকে—

১) ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে জলের BOD-এর লেভেলকে সঠিক মাত্রায় রাখতে সাহায্য করে।

২) রোগ উৎপাদক (Pathogenic) এবং জলের কলিফর্ম ব্যাকটিরিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখে।

৩) এরা মিউকাস ক্ষরণ করে একটি স্তর তৈরি করে নিচে পলির স্তর তৈরিতে সাহায্য করে।

এছাড়া জলে Metopus প্রজাতির সিলিয়েট সালফাইডের উপস্থিতির নির্দেশক। অন্য কয়েকটি প্রজাতি জলে অক্সিজেনের ঘাটতিকে নির্ধারণ করতে সক্ষম যথা Epalxella, Pelodinium ইত্যাদি।

প্রোজোজোয়ার জল শোধনে ব্যবহার সম্পর্কিত সারণী :

প্রোটোজোয়া গ্রুপ :

১) মাইক্রো ফ্লাজেলা যুক্ত প্রোটোজোয়া
২) ম্যাক্রো ফ্লাজেলেট
৩) মাইক্রো সিলিয়েট (<50um)।
৪) ম্যাক্রো সিলিয়েট।
৫) ক্ষুদ্র অ্যামিগ।

জল শোধনের নির্ণীত তথ্য :

১) অত্যধিক জৈব পদার্থের উপস্থিতি অক্সিজেনের অভাব, ফারমেনটেড অবস্থা।
২) স্বল্প জৈব পদার্থ।
৩) স্লাজ কম, অক্সিজেন কম।
৪) অপরিণত মিউকাস স্তর কিন্তু জৈব পদার্থের আধিক্য।
৫) জল খারাপ প্রকৃতির জলে স্বল্পমাত্রায় খনিজ পদার্থের উপস্থিতি এবং BoD-এর মান উচ্চ।

১৯৫০ সাল থেকে জলের অধিবিষ নির্ধারণে মাছকে মনিটারিং জীব হিসাবে পরীক্ষাগারে ব্যবহার করা হচ্ছে। অধিবিষ নির্ণয়ে মাছের মৃত্যুহার, জৈব ও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন, রক্তের গুণগত পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়কে প্যারামিটার হিসাবে ধরা হয়। মাটি দূষণের নির্ধারণে উন্নত সংবেদনশীল বৃক্ষদের দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবহার করা হচ্ছে।

মৃত্তিকার বিভিন্ন ভারী ধাতু যেমন—অ্যালুমিনিয়াম, কপার, জিঙ্ক, ক্যাডমিয়াম, লেড, মার্কারী, ম্যঙ্গানীজ, মলিবডিনাম প্রভৃতি ও বাতাসে অবস্থিত সালফার ডাই অক্সাইড, কার্বন-মনোক্সাইড, ওজন, নাইট্রোজেন অক্সাইড প্রভৃতি নির্ধারণে উদ্ভিদ নির্ণায়কের ভূমিকা নেয়। উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষ ফ্লোরিন দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়—ফলে পাতার ক্লোরোসিস্ দেখা যায়। IUBS–International Union of Biological Sciences, Indian National Science Academy (INSA) প্রভৃতি সংস্থা বায়োমনিটারিং সম্পর্কে বিভিন্ন পরীক্ষা ও ফলাফলের বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করেছে।

তথ্যসূত্র :

১) প্রাণীবিদ্যা—ড. অসীম কুমার চট্টোপাধ্যায় ও ড. চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, নির্মলা লাইব্রেরি, কলকাতা-৭০০০০৯
২) পরিবেশ বিজ্ঞান—ড. তারক মোহন খাঁ—বি.এম. পাবলিকেশন, কলকাতা-৭০০০০৯

ডায়াবেটিস

ডাঃ গৌতম সাহা

ব্যবহারিক দিক থেকে দেখলে আমি ডায়াবেটিসকে দুটো ভাগে ভাগ করি।

একটা হল কন্ট্রোল্ড ডায়াবেটিস, আর একটা হল আনকন্ট্রোল্ড ডায়াবেটিস। যদিও টেক্সটে টাইপ ওয়ান, টাইপ টু, জেসশেশনাল (গর্ভাবস্থায়) ডায়াবেটিস, সেকেন্ডারি ডায়াবেটিস—এমনটাই ভাগ করা হয়েছে।

আরো প্রাথমিকভাবে দেখলে ডায়াবেটিস বলতে আমরা ডায়াবেটিস মেলাইটাসকেই বুঝি। যদিও ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস নামে আর একটি হরমোনঘটিত অসুখ আছে যেখানে এ.ডি.এইচ বা অ্যান্টিডাইইউরেটিক হরমোনের স্বল্পতা ও অভাবের জন্য বহুমূত্র রোগ দেখা যায়। ডাইইউরেসিস মানে হল মূত্র নিঃসরণ। উক্ত হরমোন শরীর থেকে রেচন পদার্থ উৎপাদনে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে।

যাই হোক, আমরা আসল প্রসঙ্গে আসি। ডায়াবেটিস মেলাইটাস। এটি একটি মেটাবলিক ডিজিজ। প্যানক্রিয়াসের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যানস নামক দ্বীপপুঞ্জের বিটা সেলের অভাবে বা স্বল্পতায় শরীরে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেড়ে যায়। এবং এই অধিক পরিমাণ গ্লুকোজ দীর্ঘদিন শরীরে জমে থাকলে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজে বিঘ্ন ঘটে। অনিয়ন্ত্রিত গ্লুকোজ তথা সুগার বাড়তে থাকলে পরিণামে ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি মানে কিডনির অসুখ, নিউরোপ্যাথি (নার্ভের অসুখ), রেটিনোপ্যাথি (চোখের সমস্যা), অ্যাঞ্জিওপ্যাথি (রক্ত সংবহননালির অসুস্থতা), ফুট আলসার ইত্যাদি বিভিন্ন জটিলতার উদ্ভব হয়। সেজন্য ব্লাড সুগারকে বাড়তে না দিয়ে তাকে সীমার মধ্যে ধরে রেখে দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এজন্য চিকিৎসক, রোগী, রোগীর বাড়ির লোক সকলকেই সচেতন হতে হবে।

মনে রাখতে হবে, ডায়াবেটিস নির্মূল করা যায় না। নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। সেটাই চিকিৎসা। 'আমার ডায়াবেটিস হল!' এই ভেবে হতাশ না হয়ে তাকে কী করে নিয়ন্ত্রণে রেখে জটিলতা থেকে রেহাই পাওয়া যায় সেটাই ভাবতে হবে। একটা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে হবে সমস্যাটাকে। হয়েছে, তো কী হয়েছে? বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মতো চলব। যে কোনো প্রকারেই হোক রক্তে সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখব, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আজীবন ওষুধ ব্যবহার করতে হলে

করব। অতো দুশ্চিন্তার কী আছে? দেখা গেছে, যাঁরা অসুখটাকে মেনে নিতে পারেন না, উদ্বেগ বা টেনশন করেন, চিকিৎসা পরিষেবা নেন না, তাঁরা পরবর্তীকালে অবসাদসহ বিভিন্ন জটিলতাকে নিমন্ত্রণ করে আনেন জীবনে।

কখনও শরীরে কোনো অ্যাকিউট ইনফেকশন হলে, প্রচণ্ড শারীরিক ও মানসিক চাপ বেড়ে গেলে সুগার বেড়ে যেতে পারে। সে অবস্থায় অল্প কিছুদিনের জন্য সুগার কমাবার ওষুধ নিতে হয়। হতে পারে, তা খাবার ওষুধ, হতে পারে ইনসুলিন ইনজেকশন। স্ট্রেস বা ইনফেকশন সেরে গেলেই সুগার স্বাভাবিক হয়ে যায়। এগুলো হল সেকেন্ডারি ডায়াবেটিস।

ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় সব সময় ওষুধ লাগে না। লাইফ স্টাইল মডিফিকেশনে অনেক রোগী দিব্যি ভালো হয়ে যান। ডায়েট কন্ট্রোল, ফিজিকাল এক্সারসাইজ, মেডিটেশন, সদর্থক চিন্তা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রথম দিকে চেষ্টা করা হয় সুগারকে নিয়ন্ত্রণে আনার। না এলে তখন ধাপে ধাপে ওরাল অ্যান্টিডায়াবেটিক ড্রাগ বা ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্ট ব্যবহার করা হয়। এক রকমের মলিকিউল সবচেয়ে কম ডোজ দিয়ে শুরু করা হয়। তারপরে রক্তে সুগারের মাত্রা দেখে দেখে হয় ডোজ বাড়ানো হয় বা নতুন মলিকিউল যোগ করা হয়। পাশাপাশি নিয়মিত সময় অন্তর লিভার ফাংশন টেস্ট, কিডনি ফাংশন টেস্ট করে দেখে নেওয়া হয় ওই অর্গান দুটো ঠিকঠাক কাজ করছে কি-না। কারণ, এই দুটো দেহযন্ত্রের মধ্য দিয়েই সুগার কমাবার ওষুধের বিপাকীয় উপাদান শরীরের বাইরে মল-মূত্রের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়।

যাঁরা দীর্ঘদিন ডায়াবেটিসে ভোগেন তাঁদের অনেকেই বাড়িতে গ্লুকোমিটার যন্ত্র রাখেন। ইনসুলিন চললে তো রাখতেই হয়। অনেক সময় প্রতিটি ডোজ দেওয়ার আগে গ্লুকোমিটারের সাহায্যে সুগার মেপে চিকিৎসক- নির্দেশিত মাত্রা প্রয়োগ করতে হয়।

ইনসুলিন, ওরাল অ্যান্টিডায়াবেটিক এজেন্ট ব্যবহার করলে অনেক সময় সুগার অত্যধিক কমে যেতে পারে। সেই অবস্থাকে ড্রাগ ইনডিউজড হাইপোগ্লাইসেমিয়া বলে। তখন রোগীর হাত-পা কাঁপে, অতিরিক্ত ঘাম হয়, মাথা ঘোরে বা ঝিমঝিম করে, আচ্ছন্নভাব হয়। এর আপৎকালীন চিকিৎসা হল, খানিকটা মিষ্টি খাইয়ে দেওয়া। রসগোল্লা, চিনি, মিষ্টি ফলের রস, রোগীর জ্ঞান না থাকলে বা ক্রমাগত বমি করলে ২৫ শতাংশ গ্লুকোজ ইনজেকশন আকারে শিরার মধ্য দিয়ে শরীরে পাঠানো হয় যতক্ষণ না রক্তে সুগারের মাত্রা স্বাভাবিক হচ্ছে।

আদালতের নির্দেশে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার ছবি মুছলো পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩০ এপ্রিল : মধ্যযুগীয় বর্বরতার ছবি। যে ছবি ইঙ্গিত করছে আত্মহত্যার প্ররোচনা। সেই ছবি অবশেষে মুছলো পুলিশ কোর্টের নির্দেশে। পুরসভা ভোটের ফল ঘোষণার দিন বর্ধমান শহরের ২৭নং ওয়ার্ডে এক নাবালিকার আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনার পিছনে যে প্ররোচনামূলক দেওয়াল চিত্র-কে কেন্দ্র করে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল রাজ্য জুড়ে, সেই ছবি অবশেষে ৩০ এপ্রিল মুছে দিল বর্ধমান থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত গত ২ মার্চ পুরসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন বিকেলে বর্ধমান শহরের ২৭নং ওয়ার্ডে এক নাবালিকার গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনায় রাজ্য জুড়ে আলোড়ন পড়েছিল। মৃতার পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল নির্বাচনে জেতার পরই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অমান্য করে কয়েকশো তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে বিজয় মিছিল বের করে স্থানীয় কাউন্সিলর বসিরুদ্দীন আহমেদ ওরফে বাদশা। আর সেই মিছিল থেকেই বাদশার নেতৃত্বেই মৃতার বাড়িতে ঢুকে পরিবারের উপর হামলা চালানো হয়।

মৃতার দিদি বর্ধমান থানায় অভিযোগ করে জানিয়েছিলেন, সেদিন পরিবারের মহিলাদের মারধর ও শ্লীলতাহানি করা হয়েছিল। আর সেই অপমানেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয় তাঁর বোন। তিনি আরো অভিযোগ করেছিলেন, পুরসভা নির্বাচন ঘোষণার পরই ৬ ফ্রেব্রুয়ারি বাদশা ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা তাদের বাড়ির উল্টোদিকে একটি বাড়ির দেওয়ালে রং তুলি দিয়ে একটি গাছের ডালের নিচে তিনটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইঙ্গিত করে ছবি এঁকে দিয়ে গিয়েছিল। এমনকি ভোটে জিতলে পরিবারের মেয়েদের ভয়ানক পরিণতি হবে বলেও হুমকি দিয়ে গিয়েছিল বলে অভিযোগ। আর ভোটের ফল ঘোষণার দিন বিকেলে বাদশা ও তার লোকেদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তাঁর বোন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে বলে অভিযোগ ছিল মৃতার দিদির।

পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পরবর্তীকালে এই ঘটনায় যুক্ত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে। পরে ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পর মৃত নাবালিকার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল এক যুবককে বর্ধমানের খাগড়াগড় থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যদিও নাবালিকার মৃত্যুর জন্য দায়ী করে যে ১৪ জনের নামে অভিযোগ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে মূল অভিযুক্ত খোদ তৃণমূল কাউন্সিলার বসির আহমেদকে পুলিশ এখনও গ্রেপ্তার করেনি বলেই পরিবারের অভিযোগ। অথচ ফেরার থাকাকালীন এস.ডি.ও অফিসে বাদশা শপথ নেয়।

জাতীয় ভারোত্তোলক তিলক চৌধুরী প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা : চলে গেলেন জাতীয় ভারোত্তোলক তিলক চৌধুরী। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। হার্টফেল করার কারণেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে। প্রাক্তন অলিম্পিয়ান লক্ষ্মীকান্ত দাস-এর সময়ে তিনি ওয়েটলিফটিং খেলার সাথে যুক্ত হন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে তৎকালীন বম্বেতে আয়োজিত অল ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি ওয়েট লিফটিং প্রতিযোগিতায় ক্লিন এন্ড জার্ক-এ রেকর্ড করেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া দফতরের বিশিষ্ট কৃতী খেলোয়াড়দের লিস্ট বোর্ড-এ আজও দ্বিতীয় স্থানে ভারোত্তোলক তিলক চৌধুরীর নামের উল্লেখ রয়েছে। ছিলেন ফ্রেন্ডস স্পোর্টিং ক্লাবের প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও ওয়েটলিফটিং কোচ। পিতা ছিলেন প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিশিষ্ট এডভোকেট পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী।

মে দিবস পালিত জেলা জুড়ে

—প্রথম পাতার পর

চন্দন সোম, প্রমুখ। ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন-এর পক্ষ থেকে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয় বর্ধমান টাউন হলে। আলোচনার বিষয় ছিল— ''মে দিবসের আলোকে উদার অর্থনীতিজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতি, ব্যাঙ্ক শিল্প সহ অন্যত্র তার প্রভাব ও আমাদের কাজ''। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগর গভঃ কলেজের অধ্যক্ষ দেবাশিস সরকার।

সিপিআই(এম) মেমারি এক পশ্চিম এরিয়া কমিটি ও সি.আই.টি.ইউ-এর উদ্যোগে আজ বিকেল ৫টায় মেমারি চকদিঘী মোড়ের লরি ইউনিয়ন অফিসের পাশের প্রাঙ্গণে ঐতিহাসিক মে দিবস উপলক্ষে প্রকাশ্য আলোচনাসভা হয়। আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন সুকান্ত কোঙার। তিনি মে দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, দেশে কর্মসংস্থান নেই অথচ বেসরকারিকরণ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। বিজেপি তৃণমূল দুই সরকারই শ্রমিকদের কথা ভাবেনা। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সনৎ ব্যানার্জি, পিযূষ বিশ্বাস। সভায় সভাপতিত্ব করেন বদ্রীচরণ লাহা। সভায় উপস্থিত ছিলেন মহারানি কোঙার, অভিজিৎ কোঙার, মানব সেন প্রমুখ।

দীর্ঘ ৭ বছর পর ভেদিয়ার 'শ্রমিক ভবন' দখল নিয়ে এবার রক্ত পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে মে দিবস পালিত হয়েছে। কালনা ও কাটোয়া মহকুমা জুড়েই মে দিবস পালিত হয়েছে যথাযোগ্য মর্যাদায়।

প্রান্তজন—আত্মজন (৫২)

রত্না রশীদ

মানুষ জানে না, অথবা জানলেও মানে না, যে মানুষ নজরবন্দি থাকে। আপনি মুখে যা বলে বেড়ান যাপনে তা মানেন কিনা তা জরিপ করার জন্য হাজারো চোখ নিবদ্ধ থাকে আপনার ওপরে। না, ওপর থেকে ভগবান দেখছেন, এমন আকাট মিথ্যে বলছি না। ভগবানকে কেউ দেখেনি, ভগবানও কাউকে দেখে না। আপনাকে দেখে আপনার সহ-নাগরিক আশপাশের মানুষজন, আপনার সংসারের আপনজনেরা, আপনার আত্মীয়স্বজন, আপনার সহকর্মীজন, আপনার সংস্পর্শে এসে পড়া সর্বজন, আর যদি কোনো রাজনৈতিক দল করেন তাহলে তো আপামর জনগণ সদলবলে লক্ষ্য করেন আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ। বক্তৃতায় যে নীতিকথার ফুলঝুড়ি ওড়ান, আপনার জীবন যাপনের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখার লোকজন আপনার আশেপাশেই আছে। দুম্ করে আপনার মার্বেল প্যালেস উঠে গেলো, ছেলে-মেয়ে-বৌ-শালার চাকরি জুটে গেলো, হেথায় সেথায় স্বনামে-বেনামে হোটেল-রিসর্ট-পানশালার বিশাল বিশাল ব্যবস্থা হলো, জনগণ টের পায় না ভাবছেন? সবাই সব জানে। মনে মনে বঞ্চিত নিজেকে ভেবে রাগ পুষে রাখে। সুযোগ পেলেই উগরে দেয়। বঞ্চিত মানুষের অভিশাপের ভার বয়ে নেওয়া সহজ নয়। সেই জমে ওঠা ক্ষোভের বিস্ফোরণ বগটুই হয়ে জ্বলে উঠবে না তো অন্য ভালো কিছু ঘটবে? একটা বগটুইয়ের নাম করেই বা কি হবে? হরেক বগটুই প্রতিদিন প্রতিনিয়ত সংঘঠিত হয়ে চলেছে। বালি মাফিয়া, কয়লা মাফিয়া, বিল্ডিং মাফিয়া, গাছ কাটা মাফিয়া, পুকুর বোজানো মাফিয়া, সাংস্কৃতিক মাফিয়া এখন সমাজে গণ্যমান্যজন। এই মহাত্মাদের যদি কেউ ভাগ-বাটোয়ারার অন্তর্কলহে খুনোখুনি করে মারা যায়, সঙ্গে সঙ্গে মহাকরণে ডেকে এনে রেড কার্পেট সমাদরের উপর হাতে হাতে সরকারি চাকরি, অমূল্য(!) প্রাণটির ক্ষতিপূরণ, বাড়ি ঘর মেরামতির সরকারি প্রতিশ্রুতি। আর কাঠফাটা রোদে দিনের পর দিন যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা মহানগরের পথে ধুলো চাটছে। বাহ্ রে গণতন্ত্র! বাহ্ আমাদের সমাজচিন্তকেরা।

জনগণকে এই নির্দেশই তো স্পষ্ট করে দিচ্ছেন যে, সবাই গুণ্ডা—বদমশা-মাফিয়া হলে তবেই জুটবে হাতে হাতে পুরস্কার। ভালো ছেলে-মেয়ে হলে রাজপথের ধুলো চাটবে। কে চায় এই গণতন্ত্র যার চুড়ো থেকে ধুলো পর্যন্ত খালি অন্যায়, অবিচার আর বঞ্চনা। বেশিরভাগ জনগণ সুস্থ ব্যবস্থা চাইতো যদি, এমন মাফিয়া মন্ত্রী, এম.এল.এ, গ্রাম প্রধান, পাড়া মাস্তান করে কম্মে দেশটার বারোটা বাজিয়ে নাড়িভুঁড়ি চচ্চড়ি বানিয়ে দিতে পারতো না। এইসব নেতা নেতৃত্ব কোন্ পরিবার থেকে বেরোয়? কোথাকার প্রোডাকশন এগুলো? সে সব পরিবারে মা নেই? বৌ নেই? সন্তানেরা নেই? তারা অবাক চোখে তাকায় না অন্যায়কারী গৃহপ্রধানের দিকে? তিরস্কার করে না? দেশের সম্পদ লুটেপুটে এনে তাদের মুখোমুখি হতে বাধা পায় না এই মাফিয়া নেতারা পরিবারের অন্দরে? নিশ্চয়ই পায় না, পেলে এমন সাহস গুণ্ডাগুলোর হতো না। সে কারণই আমি সবার আগে সুন্দর সচেতন দেশপ্রেমিক পরিবার গঠনের ওপর জোর দিতে বলি। তা নইলে সব ঘি ভস্মে ঢালা হবে। ভাবুন তো, নিজের বাঁধা রোজগারের বাইরে কোনো দামি কিছু কিনে ঘরে ঢুকলে শিশুটি যদি প্রশ্ন করে, ...বাবা এটা কোথায় পেলে? তার অপাপবিদ্ধ প্রশ্নকাতর চোখে চোখ রাখতে পারবে সেই মাফিয়া বাপ? অথবা মা এবং স্ত্রী, যারা তার রোজগারের সব ঠিকানা জানে, তাদের তো প্রশ্নে প্রশ্নে পরিবারের মধ্যেই তাকে বিদ্ধ করে ফেলার কথা। অপরাধ করবে সে কোন্ সাহসে?

জানি এই প্রশ্নের এমন সহজ সমাধান হয় না। অনেক জটিল সুতোর জড়াবড়ি গ্রন্থি আছে এর মধ্যে, যার সুলুক সন্ধান করা আমার সাধ্যে নেই। খুব সহজ ভাবে যেটা বুঝি সেটা হলো ভালো মায়ের সন্তান কখনো মানুষের ক্ষতি করতে পারবে না। শিশু মায়ের প্রভাবেই বড়ো হয়। এটাই তো মোদ্দা কথা মনে পড়ছে, কমিউনিস্ট নেতা বিনয় জ্যেঠু বলতেন, ...মনে রেখো, তোমার মাত্র দুটো চোখ হলে কি হয়, জনগণের সহস্র চোখে তোমায় অনুসরণ করছে। অতএব কাজের আগে ভাববে, শতবার ভাববে যে কী করতে চলেছো।

(চলবে)

মে দিবস : ইতিহাসের আড়ালে অঙ্গীকার

—দুয়ের পাতার পর

কাজের সময় নির্ধারণ যখন মূল বিষয় তখন মালিকপক্ষকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে রাজি নয় শ্রমিক বন্ধুরা। মালিক শ্রেণি শ্রমিকদের এই দৃঢ়চেতা ভূমিকাকে দমন করার কৌশল হিসাবে প্রশাসনকে মাঠে নামায়। চলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তীব্র দমন পীড়ন। ৩ মে আরও ব্যাপক আকার ধারণ করল আন্দোলন। কারখানার গেটে গেটে সমাবেশ। ম্যাককর্মিক হারভেস্টার কারখানার সামনে শ্রমিক সমাবেশের ওপর সরকারের বিশাল পুলিশবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিছুটা দূরে করাতকল শ্রমিক সমাবেশে বক্তৃতা করার সময় শ্রমিক নেতা অগাস্ট স্পাইজ নিজের চোখে এই জঘন্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন। পরদিন ৪ মে। এই ঘটনার প্রতিবাদে বিশাল সমাবেশ আহূত হল হে-মার্কেট স্কোয়ারে সন্ধ্যাবেলায়। লক্ষ লক্ষ মানুষের একটাই পথ হে-মার্কেট। সভা শুরু হল। প্রস্তুত ছিল সরকারের পুলিশও। চলল বেপরোয়া গুলি। রক্তের বন্যায় তখন ভাসছে হে-মার্কেট। ঘটনাস্থলেই একজন নিহত ও সাতজন গুরুতর আহত হন। অগাস্ট স্পাইজ, পারসনস্, ফিসার, এঞ্জেল সহ অন্য নেতারা গ্রেপ্তার হলেন। বিচারে ফাঁসির আদেশ হল তাঁদের। দেশ বিদেশ থেকে এর বিরোধিতা করে সরকারের কাছে বার্তা আসতে শুরু করল। নৃশংস হত্যালীলার বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত গর্জে উঠল। শ্রমিকের রক্তের বিনিময়ে একটি অধিকার প্রাতিষ্ঠানিক সম্মান পেল। ঐতিহাসিক অভ্যুদয়ে এর পর থেকেই যেখানেই নেমে এসেছে শোষকের ধর্মঘট ভাঙার অত্যাচার সেখানেই আজও লাল পতাকার নীচে এসে দাঁড়ায় মানুষ। এখানেই মে-দিবসের জয়। পরে ১৮৮৯ সালের ১৮ জুলাই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ঐতিহাসিক সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ১৮৯০ সাল থেকে ১লা মে তারিখটি শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব, সংগ্রাম ও সংহতির দিবস হিসাবে প্রতি বছর পালিত হবে। সেই থেকেই মে-দিবস আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস।

ভারতে মে দিবসের সূচনা হয় বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। ১৯২৩ সালের ১লা মে, মাদ্রাজের সমুদ্র সৈকতে শ্রমিক নেতা সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ারের সভাপতিত্বে ভারতে প্রথম মে দিবস পালিত হয়েছিল। কথিত আছে, হাতের কাছে লাল ঝাণ্ডা না থাকার কারণে চেট্টিয়ার তাঁর মেয়ের শাড়ি ছিঁড়ে তাই দিয়ে পতাকা তৈরি করেছিলেন। ১৮৬২ সালের মে মাসে হাওড়ায় ১২০০ রেল শ্রমিক ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে ঐতিহাসিক ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল। মে দিবসের ঐতিহাসিক পরম্পরায় রেল শ্রমিকদের এই আন্দোলন প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর কাজটা করে দিয়েছিল। আজ যখন মে দিবস পালিত হতে যাচ্ছে বিশ্বজুড়ে তখন গত দু-বছরের কোভিড পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের সরকার লকডাউনের সুযোগে মন্দার ধুয়ো তুলে তার শ্রমনীতিতে বদল এনেছে। কাজের সময় ৮ ঘন্টা থেকে বাড়িয়ে ১২ ঘন্টা করার নিদান দিয়েছে কয়েকটি রাজ্য। ব্যাপক ছাঁটাই হয়েছে। অনলাইনে বাড়ি থেকে কাজ করার পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করে কাজের বহর ও সময় বাড়িয়ে দিয়েছে। ক্ষতিপূরণের দোহাই পেড়ে উৎপাদন বাড়িয়ে নিতে শ্রমঘন্টায় বদল এনে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের ওপর চাপ বাড়িয়ে মজুরি হ্রাস করেছে। সেখানেও নতুন করে এক মে দিবসের লড়াই লড়তে হচ্ছে শ্রমসাধারণকে। তাই এবারের মে দিবস যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পালিত হবে, তেমনই উচ্চারিত হবে সুকান্তের কবিতা, ''তার চেয়ে পোষমানাকে অস্বীকার করো, / অস্বীকার করো বশ্যতাকে।''

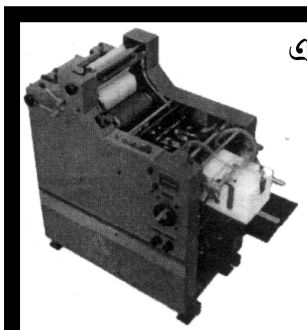

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

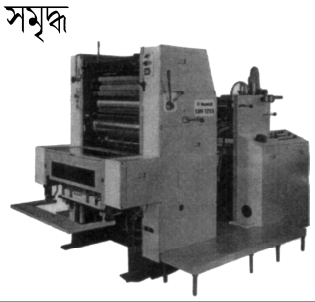

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা